যুগান্তর

তারিখ ... 10 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ... ২ ...

# ঢাবিতে দুই হল ছাত্রলীগে সংঘর্ষ : হামলা ভাঙচুর

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হল ও বিজয় একাত্তর হল ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়েছে। বুধবার বিকালে এ ঘটনা ঘটে। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। আধা ঘণ্টা ধরে চলা এ সংঘর্ষে তিন জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে জিয়া হলের টিডি অ্যান্ড ফিশ স্টাডিজ বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র মোহাম্মদ হারুনের অবস্থা গুরুতর। তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। অপর দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। সংঘর্ষে বিজয় একাত্তর হলের বেশ কয়েকটি জানালা ভাংচুর করা হয়।

**গুরুতর আহত ১**

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ওই হারুন বুধবার দুপুরে বিজয় একাত্তর হলের ক্যান্টিনে খেতে যায়। এ সময় হলের গেটে তিন ছাত্রলীগ কর্মী তার পরিচয় জানতে চায়। হারুন জিয়া হলের ছাত্র বললে তারা আইডি কার্ড দেখাতে বলে। আইডি কার্ড হলে রেখে এসেছে জানালে তারা জিজ্ঞাসাবাদ বাড়িয়ে দেয়। এ সময় হারুন নিজেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন প্রিন্সের কর্মী বলে পরিচয় দেয়। একপর্যায়ে একাত্তর হল ছাত্রলীগের কর্মীরা হলের কম্পিউটার দোকানের ভেতরে ঢুকিয়ে হারুনকে মারধর করে।

এদিকে জিয়া হলে মারধরের খবর পৌঁছলে হারুনের বন্ধুরা একাত্তর হলে আক্রমণ করে। এ সময় দু'পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক ড. এম আমজাদ আলী, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি আবিদ আল হাসান, সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন প্রিন্স গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

জিয়া হলের ছাত্র হারুনের অভিযোগ, একাত্তর হলের ছাত্রলীগ কর্মীরা তার কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও সাড়ে চার হাজার টাকাসহ মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় ওই হলের ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতাদের ইন্ধন রয়েছে বলেও অভিযোগ তার।

এ বিষয়ে বিজয় একাত্তর হলের সভাপতি শেখ ইনান বলেন, 'জিয়া হলের এক শিক্ষার্থী আমাদের হলে এসে দোকানে বাকি খাওয়ার চেষ্টা করে। এ নিয়ে দুই হলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। পরে বিষয়টি মীমাংসা হয়।'

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন প্রিন্স বলেন, হারুনের মোবাইল ফেরত দেয়া হয়েছে। তার মানিব্যাগে বেশি টাকা ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এম আমজাদ আলী বলেন, বিজয় একাত্তর ও জিয়া হলের শিক্ষার্থীদের মাঝে খাবার খাওয়া নিয়ে মারামারি হয়েছে। হলের সিসি ক্যামেরা দেখে ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।